সংবাদ

তারিখ ... 2 MAR 2008 ...
পৃঃ ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের গাফিলতি

এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারল না গাইবান্ধার ৪ ছাত্রী

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের গাফিলতির কারণে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার ধোপাডাঙ্গা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের চার ছাত্রী চলতি এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারল না। ফলে তাদের লেখাপড়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। সুন্দরগঞ্জের ধর্মপুর ডিডিএম উচ্চ বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে অংশ নেয়া এই ছাত্রীরা হচ্ছে- সীমা রানী, পাপড়ি সরকার, দিপীকা রানী ও লিপি বেগম। সুন্দরগঞ্জ ইউএনও অফিস সূত্র জানায়, ২০০৭ সালে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিদ্যালয়ের অনুপস্থিতির কারণে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামানের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে না থেকেও শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে যোগসাজশে চলতি এসএসসি পরীক্ষার আগে ওই চার ছাত্রীসহ ১১ ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড উত্তোলন করেন। পরে রেজি: কার্ড দেখিয়ে তিনি ছয় পরীক্ষার্থীর প্রবেশপত্র উত্তোলন করলেও ওই চারজনের প্রবেশপত্র উত্তোলন করেননি। অপরদিকে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান অবশিষ্ট চারজনের প্রবেশপত্র উত্তোলনের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবরে আবেদন জানালে তাকে রেজি. কার্ড ছাড়া প্রবেশপত্র দেয়া হয়নি। সাইদুর রহমান বলেন, কোন কারণে প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে কিংবা না থাকলে ফরম পূরণের প্রিন্টআউট কপির ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়ার বিধান রয়েছে।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) বরাদ হোসেন চৌধুরী বলেন, বোর্ডের চিঠি পেয়ে গত ১১ ফেব্রুয়ারি আসাদুজ্জামানকে উত্তোলনকৃত ওইসব রেজি. কার্ড এসএসসি পরীক্ষার আগেই ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেয়া হলেও তিনি তা ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করেননি। এ প্রসঙ্গে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. পিয়ার উদ্দিন আহমেদ বলেন, আসাদুজ্জামানের কাছ থেকে ১১টি মূল রেজি. কার্ড উদ্ধার করে ছাত্রীদের মধ্যে হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুন্দরগঞ্জের ইউএনওকে চিঠি দেয়া হয়েছে।